একক ২ ❑ বার্ধক্য সমস্যা

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ বিষয় ঃ বুধত্বের প্রকৃতি ও পরিধি/বার্ধক্য বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি

২.৪ বৃদ্ধত্ব যখন সমস্যার আকার নেয়, বার্ধক্যে পরিণত হয়, বার্ধক্য সমস্যার বৈশিষ্ট্য

২.৫ বার্ধক্য সমস্যার ভারতীয় চিত্র

২.৬ বার্ধক্য সমস্যার প্রতিকার

২.৭ সারাংশ

২.৮ প্রশ্নাবলী

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সাধারণ বার্ধক্য সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রচলিত এই সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে পরিচিত হব। এই প্রযত্নে আমরা বৃদ্ধত্ব ও তার বিশেষত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করব। এরপর সমাজে বার্ধক্যের দুঃসহ ও কষ্টদায়ক পরিস্থিতি এবং তাদের অস্তিত্বের বিপন্নতার কারণ বর্ণনা করব। পরবর্তীতে আমরা সামাজিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করব এবং এর প্রভাব বৃদ্ধদের জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক অবস্থার ওপর কিরূপে প্রভাব ফেলছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করব। সবশেষে বার্ধক্যের সার্বিক সমস্যার প্রতিকার, কর্মসূচী ও নীতিবিষয়ক দিকগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব।

২.২ প্রস্তাবনা

বৃদ্ধ বা প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে নানাবিধ পূর্বসংস্কার (prejudice) ও তাঁদের প্রতি বৈষম্যের মাত্রা ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। তাই এই সকল প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও বাড়ছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৃদ্ধ বলতে তাঁদেরকে বোঝায়, যাঁরা জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছেন। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহে পঁয়ষট্টি বছর বা তার পরবর্তী এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে (যেমন, ভারতবর্ষে) বৃদ্ধ বয়সের মাপকাঠি হিসাবে ষাট বছর ধরা হয়ে থাকে। এই ধরনের সংজ্ঞা নিরূপণ অনেকটাই স্বেচ্ছাসৃষ্ট বলে মনে হয়। কেননা, বয়ঃবৃদ্ধি একটি ক্রমিক প্রক্রিয়া। বর্তমান বৃদ্ধসমাজ সামাজিক, ঐতিহাসিক, প্রযুক্তিগত যে পরিবর্তনগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তা ইতিহাসের কোনো যুগেরই বৃদ্ধ প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু দুর্ভগ্যবশত এরূপ লক্ষ্য করা যায় যে, জীবনধারার গুণগত মানের সঙ্গে পরিমাণগত মানের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয়নি। জীবনের একটা

পর্যায় বা মধ্যবয়স পর্যন্ত সুঠাম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, সন্তান-সন্ততির উপস্থিতি, পর্যাপ্ত উপার্জন, সুন্দর ঘর-বাড়ি-গাড়ি প্রভৃতির স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়গুলিতে ঘাটতি দেখা যেতে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, বৃদ্ধরা গোষ্ঠীগত ভাবে সমরূপ গোষ্ঠীর অন্তর্গত নন, কারণ, তাঁদের অবস্থান ও চাহিদাগুলি ভিন্ন প্রকারের। বৃদ্ধরা যেমন জীবনের বিবিধ জটিল বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে সংগতি বিধানের চেষ্টা করে, তেমনি সমাজের সঙ্গেও তাদের মানিয়ে নিতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলতে বোঝায়, একটি মানুষের বয়ঃবৃদ্ধিজনিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, অপরদিকে ঐতিহাসিক সময় বা প্রেক্ষাপটে তার অবস্থানের নিরিখে সামাজিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং উন্নয়নের প্রভাবে বৃদ্ধদের মর্যাদাগত অবস্থান্তর ঘটে। প্রায়শই জীবনের নানা ক্ষেত্রের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বৃদ্ধদের মনে সমাজ সম্পর্কে নানাবিধ নেতিবাচক ধরাণা গড়ে ওঠে। চাকরি থেকে অবসর, মর্যাদার অবনমন, আত্মীয়-পরিজন হারানোর বেদনা, সন্তানদের কাছে প্রত্যাঘাত ইত্যাদি নিয়ত ঘটতে থাকায় বৃদ্ধদের মনোবলে চিড় ধরে। এছাড়া নিজেদের সার্বিক আত্ম-অকর্মণ্যতা কিংবা জীবন-পরিচালনার নিয়ন্ত্রক হিসেবে অপারগতা বৃদ্ধদের আত্মবিশ্বাসহীন করে তোলে। শুধু মানসিক পীড়ন, বিপর্যয় বা হারানোর বেদনা নয়, তাদের নানাবিধ মর্যাদার অবনমনও সহ্য করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যেতে পারে, জনগোষ্ঠীর অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় সামান্য শারীরিক অসুস্থতার সময় বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে অধিক যত্ন ও শুশ্রূষার প্রয়োজন হয়, না হলে তা গুরুতর পরিস্থিতির রূপ নিতে পারে।

২.৩ বিষয় ঃ বৃদ্ধত্বের প্রকৃতি ও পরিধি বার্ধক্য বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি

বৃদ্ধদের সামাজিক জীবনধারা সম্পর্কিত পর্যালোচনার পরিধি ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। বিশেষ করে তাঁদের আন্তঃমানবিক সম্পর্ক, বেঁচে থাকার যাবতীয় রসদ, অবসরকালীন জীবনধারণ, সামাজিক অসাম্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের উপস্থিতি, বয়ঃসংক্রান্ত নানাবিধ রাজনীতি বা কূটনীতি, স্বাস্থ্য ও তার শুশ্রূষা, মৃত্যু তথা প্রিয়জনের বিয়োজন প্রভৃতি সকল কিছুই তাঁদের সামাজিক জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর এই বিস্তৃত জীবনধারাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে গবেষণা শুরু হয়েছে। এই সকল পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমানে বৃদ্ধদের সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নানা মাত্রা পেয়েছে। বিগত ষাট বছরে 'বার্ধক্য সমস্যা' কেন্দ্রিক গবেষণা যে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে, সেই একই গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধদের জনসংখ্যা এবং পরিবর্তিত হয়েছে সামাজিক জীবনযাপনের ধারণাগুলি। পূর্বে গবেষকগণ শিশু, কিশোর ও যুবাদের নিয়ে অধিক হারে গবেষণায় আগ্রহ দেখাতেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পৃথিবীতে বৃদ্ধ জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকায় এই জনগোষ্ঠীর জটিল জীবনধারাকে কেন্দ্র করে গবেষকদের আগ্রহ প্রসারিত হয়েছে।

বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বিস্তর পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে তাঁদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্ক অবহিত হওয়া সম্ভব। এই প্রেক্ষিতে বৃদ্ধদের সুদীর্ঘ জীবনধারা, কৃতকার্যতা এবং অকৃতকার্যতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা, বর্তমানের পরিবর্তিত প্রকৃতির সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের গতিপথের সহাবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ পর্যালোচনা করা হয়। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে, বৃদ্ধরা কিভাবে আজকের যুগে নিজেদের বৃদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন। এমনকি এর মধ্যে বার্ধক্য সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাধারা, অনুভূতি এবং কর্মপ্রক্রিয়ার রূপটিও যুক্ত হয়ে থাকে। অতএব 'বার্ধক্য' বলতে আমরা যা বুঝি, তা হল বৃদ্ধদের ব্যক্তিগত ধারণা, যার ভিত্তিতে তাঁরা গড়ে তোলেন তাঁদের নিজস্ব সামাজিক পৃথিবী, যা কি না দাঁড়িয়ে থাকে তাঁদের নিত্য জীবনের ভালো ও মন্দ অভিজ্ঞতার ওপর। আমরা সকলেই জানি, জীবনের নানা পরিস্থিতি এবং তার অর্থ নিরূপণকে কেন্দ্র

করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের রোজকার জীবন। বৃদ্ধরাও তাঁদের নিত্যজীবনের চলমানতাকে তাঁদের নিজস্বতার শর্ত ও মত অনুযায়ী বুঝতে চান।

বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে এক নতুন জগৎ উন্মোচিত করে। যে জগৎ আমাদের কেবল কতকগুলি সংখ্যা, পৌনঃপুনিক সারণি (frequency table) অথবা পরিসংখ্যানমূলক কিছু তথ্যের সামনেই হাজির করে না, জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে যে জগৎ নির্মিত সেই বোধেও পৌঁছে দেয়। দৈনন্দিন জীবনের অর্থ বৃদ্ধদের কাছে কেবলমাত্র একটি স্বতন্ত্র বয়ঃসীমার গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। বরং বোধ-বুদ্ধির কতকগুলি জটিল হিসেবের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে তাঁদের নিজস্ব পৃথিবী; যেমন—চিরদিনের বন্ধুত্ব, প্রিয়জনের যত্নাদি, যে কোনো নতুন পরিবেশকে ঘিরে প্রতিরোধ ইত্যাদি।

জীবনধারণের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষের কাছে অভিন্ন। তবু কেবলমাত্র বয়ঃসীমার গণ্ডীই বৃদ্ধদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে অবশিষ্ট জনসংখ্যা থেকে। 'বয়স' কেবল সময়ানুক্রমিক বয়ঃসীমার ওপর নির্ভরশীল নয়, বয়সের সম্পর্কে অনেকখানি মনের সঙ্গে, বয়সের ধারণা সেই অর্থে খানিকটা আত্মগত ও আপেক্ষিক। দৈনন্দিন জীবনের বৃদ্ধত্বের ভাবনা, বা বৃদ্ধ হওয়ার ধারণা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া নয়। বাস্তবে সমাজগত দৃষ্টিকোণ থেকে বয়সের অর্থ গড়ে ওঠে, এক্ষেত্রে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এইভাবে গড়ে তুলি যে, অন্যরা কি বলছে, কি ভাবছে, আমাদের সামনে কি ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হচ্ছে, গণমাধ্যমগুলি থেকে কি ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে। এইভাবে অসংখ্য পথ ধরে আমাদের সামনে অসংখ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকে। তবে একথাও ঠিক যে, চলমান পৃথিবী থেকে সংগৃহীত নানাবিধ অভিজ্ঞতাকে সকলে একই ভাবে, একই পথে উপলব্ধি করে না; আবার সকলের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়াও একই ভাবে ঘটে না। নানা পথ ধরে তার সঞ্চয়ন ও বহিঃপ্রকাশ চলতে থাকে। এর পশ্চাতে অঞ্চলগত তারতম্যেরও বিশেষ ভূমিকা থাকে। যেমন, একটি নতুন সামাজিক উপলব্ধি আমাদের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। বিশেষতঃ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে নতুন সামাজিক ধারণা তৈরি হয়, তখন ব্যক্তিমনের ওপর তা ছায়া ফেলে। যেমন বলা যায়, অবসর প্রাপ্তিকে বুঝতে হলে আমাদের ব্যক্তির কর্মজীবনের প্রকৃতিকে বুঝতে হবে।

আমরা যখন দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকাই, আমাদের শরীরের নানারূপ ব্যাখ্যা আমরা দিয়ে থাকি, যা কিনা শরীরের বস্তুগত অবস্থানের সঙ্গে মেলে না। এই ব্যাখ্যাগুলি কিন্তু আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে যদি কিশোরবয়স্ক বলে দেখায় বা কিশোরকে বিপরীতভাবে প্রবীণ বলে মনে হয়, তাহলে তাতে সেই বিশেষ ব্যক্তি খুশি বা মর্মাহত হয়। আয়নায় আমাদের প্রতিকৃতি ও কল্পনার প্রতিচ্ছবির মধ্যে পার্থক্য থাকতেই পারে। আয়নায় প্রতিফলিত বস্তুগত প্রতিকৃতির সঙ্গে আমাদের অনুভূতির রঙে অঙ্কিত প্রতিকৃতির পার্থক্য থাকে। বস্তুতঃ এই বিষয়গুলি নির্ভর করে—আমাদের পারিপার্শ্বিকতা, আমাদের অবস্থান এবং কার ওপর তার প্রতিফলন ঘটছে, সেগুলির ওপর। আমাদের সংস্কৃতিগত মূল্যবোধ আমাদের শরীরের ভাবগত অর্থ তৈরি করে দেয়। বৃদ্ধ হওয়ার সামাজিক তকমা বৃদ্ধদের ওপর একটি নেতিবাচক ধারণা আরোপ করে।

২.৪ বৃদ্ধত্ব যখন সমস্যার আকার নেয়, বার্ধক্যে পরিণত হয়, বার্ধক্য সমস্যার বৈশিষ্ট্য

আগের দুটি অংশে আশা করা যায়, বৃদ্ধত্ব নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে তাঁদের সামগ্রিক স্থান ও পরিস্থিতির কি ধরনের পরিবর্তন হয়।

এরপর আমরা প্রথমে দৈনন্দিন জীবনে বৃদ্ধরা ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলি পর্যালোচনা করব।

(ক) জৈব—শরীরগত (bio physical) ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নানাবিধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং হারায়। বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শারীরিক কর্মক্ষমতা কমে, কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং নানাপ্রকার রোগ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

(খ) বয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞান শক্তির ধারণ ক্ষমতা বা পরিধি (capacity) বদলায়, জীবনের লক্ষ্য সংকুচিত হয় এবং আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেখা দেয়।

(গ) সামাজিক স্তরে ব্যক্তি তাঁর যৌবনকালে নানাবিধ মিথষ্ক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত করে। যেমন, ব্যক্তি কর্মজগতে প্রবেশ করে, বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, পরিবারবদ্ধ হয় এবং সামাজিক সংগঠনগুলির সঙ্গে একের পর এক জড়িয়ে পড়তে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তির ক্রমশঃ দায়দায়িত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যক্তির বয়সের মধ্যগগনের সূর্য যতই পশ্চিমে হেলে পড়ে, ততই ব্যক্তি দেখতে পায় পরিবারে এবং সমাজে তার ভূমিকাও অস্তমিত হচ্ছে এবং দায়-দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ইত্যাদি খর্ব হচ্ছে। ফলতঃ ব্যক্তির বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতিগত পরিবর্তনের ফলে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে যেতে তাকে।

এরপর আমরা পরিবর্তিত সমাজের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে বৃদ্ধদের পরিণতির চিত্রটি তুলে ধরব।

ইতিহাসের যুগান্তকারী পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তির সংগতি বিধানের সম্ভাবনা জটিলতর হয়ে উঠেছে। যেমন, প্রাক্‌শিল্প অর্থনীতি থেকে শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা আধুনিকীকরণ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

জনতাত্ত্বিক অবস্থান্তরের ফলে আমরা জনসংখ্যায় বৃদ্ধদের সংখ্যার বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি। যেমন, একদিকে বর্ধিত আয়ুকাল, তেমন অপরদিকে সংকুচিত জন্মহার বৃদ্ধদের সংখ্যাবৃদ্ধির দুটি দিক।

শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণ সমাজের প্রতিষ্ঠানগত পরিকাঠামোতে যে পরিবর্তন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, তার ফলে বৃদ্ধদের এই সমাজে নতুন ভাবে, নতুন পথে সংগতি বিধানে সচেষ্ট হতে হচ্ছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন অর্থে, পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার ফলেই বৃদ্ধদের নতুন ভাবে সংগতিবিধানের পথে চলতে হচ্ছে। প্রাক্‌শিল্প যুগে বয়সের ভারে হারিয়ে যাওয়া নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা সমাজের অন্যান্যরাই ভরিয়ে দিতেন। বাকিটুকু বৃদ্ধরাই অর্জন করে নিতে পারতেন। এই সময় পরিবারগুলি উৎপাদনের একক হিসাবে অবস্থান করত, যার মূল নিয়ন্ত্রণ পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠের ওপর ন্যস্ত হত। বয়সের ভারে সব হারিয়ে ফেললেও তাঁদের মর্যাদা ও কর্তৃত্বের বিশেষ পরিবর্তন ঘটত না। পারিবারিক উদ্যোগে বৃদ্ধদের কায়িক ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁরা কর্ম নির্বাচন করতেন। এই অবস্থার ফলে তাঁদের বৃদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াও শ্লথ হত। অপরদিকে, আধুনিক শিল্পসমাজ, পরিবারগুলি তার উৎপাদনমূলক কার্যাবলীকে অনেকটা পিছনে ফেলে এসেছে। এই সমাজের তরুণ প্রজন্ম আজ আর অর্থনীতিগত ভাবে পরাধীন নয়। পারিবারিক কাঠামো এখানে যৌথ থেকে একক বা অণুতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিকাঠামোতে বৃদ্ধদের অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত বলে মনে করা হয়। এছাড়া, শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার ভিত্তিমূলে বৃদ্ধরা উপার্জনকারী ভূমিকা পালন করতে পারছেন না এবং ক্ষমতা থাকলেও উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে তাঁদের অবসর নিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

দারিদ্র্য এবং সামাজিক প্রত্যাখ্যানের মতো দুটি অনিয়ন্ত্রিত (uncontrolled) কারণ সামাজিক জীবনধারায় বৃদ্ধদের অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। দারিদ্র্য এক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধানতম অন্তরায়। এক্ষেত্রে প্রামাণ্য এই যে, উন্নয়নশীল

দেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বহু অভিজ্ঞতা থেকে এরূপ দেখা গেছে যে, শারীরিক দুর্বলতাজনিত কারণে অর্থ উপার্জন এবং সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৃদ্ধরা অনেকখানি পিছিয়ে পড়েন। তাই বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বৃদ্ধরা হলেন সমাজের সবচাইতে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী। এছাড়াও বৃদ্ধরা কার্যকরীভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে না পারায় সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ তাঁদের আয়, সম্পদ, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ওপর পড়ে। আমরা আগেও দেখেছি, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত রদবদলের ফলে পরিবারগুলির সদস্যদের বৃদ্ধদের সহায় সম্বল প্রদানের ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। সামাজিক হীনম্মন্যতা, বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, শারীরিক দুর্বলতা এবং নানাবিধ অসুস্থতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দারিদ্র্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই সঙ্গে থাকে সামাজিক অবহেলা। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, বার্ধক্য হল, নির্ভরতা এবং অক্ষমতার এক চরম অবস্থা বিশেষ, যাকে আমরা সবসময় বছরের হিসাবে পরিমাপ করতে পারি না।

বৃদ্ধ বয়সে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের সামাজিক ভূমিকা এবং অবস্থিতির (means) ক্ষেত্রসমূহে বিস্তর পার্থক্য এবং বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পরিবার তথা সমাজজীবনে তাঁদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না। বৃদ্ধারা সমাজজীবনে ও পরিবারের অভ্যন্তরে যে সকল ভূমিকা পালন করেন, তা সমাজে খুব কমই স্বীকৃতি পায়। উল্লেখ্য যে, বয়স্কদের সহায়তা ও প্রয়োজনগুলি লিঙ্গভিত্তিক। কিন্তু এই জরুরী বিষয়টি সাধারণতঃ সমাজে অস্বীকৃতই থেকে গেছে। কারণ, আমাদের সচেতনতার অভাবের জন্য আমরা বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের সমরূপ দেখি। সমগ্র জীবনচক্র জুড়ে পুরুষ এবং নারীদের ক্ষেত্রে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থান করে। সমাজে পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বিবাহের অভিজ্ঞতা ভিন্ন। মহিলাদের আয়ুষ্কাল এবং অল্পবয়সে বিবাহের কারণে তাদের জীবনের শেষভাগে বৈধব্য বেশি পরিমাণে দেখা যায়।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয়টিও লিঙ্গভিত্তিক হয়ে থাকে। কেননা, সমাজকল্যাণ তথা সামাজিক বীমাসংক্রান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা থাকে বঞ্চিতা। নারীদের অধিকাংশ উপার্জনশীল না হওয়াই এর কারণ। আবার, নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পদ এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্তুসামগ্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহে নারীদের নানাবিধ দুর্ভোগ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব বৃদ্ধবীনে চরমভাবে অনুভূত হয়। গৃহজীবনে বৃদ্ধারা যে অবৈতনিক শ্রমদান করেন, তা ভবিষ্যতে তাঁদের অর্থনৈতিক ও বস্তুগত নিরাপত্তা দেবে, এমন কথা বলা যায় না। বৃদ্ধবয়সে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়টিও লিঙ্গভিত্তিক। উন্নয়নশীল দেশে পুষ্টির দুর্বলতা, নানাবিধ স্ত্রীরোগের প্রাদুর্ভাব, অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ এবং দৈনন্দিন জীবনে হিংসাত্মক ঘটনার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্যি হলেও বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্যমূলক পরিবেশে তা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। সন্তানধারণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে নারীরা যে সকল নানাবিধ ঝক্কি নিয়ে থাকেন, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বৃদ্ধ বয়সে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আমরা বহুল পরিমাণে মানুষের প্রচরণ দেশ থেকে দেশান্তরে, এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে এবং গ্রাম থেকে শহরে দেখতে পাই। একদিকে যেমন অর্থনৈতিক কারণ, অন্যদিকে বলপূর্বক স্থানান্তরীকরণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, বহুবিধ বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এই প্রচরণ ঘটেছে। এই প্রচরণের অনেক নেতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর ওপর পড়েছে।

উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী চরম দুর্দশার শিকার হন। যেমন, ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনা, গুজরাটের ভূমিকম্প এবং দাঙ্গা বিধ্বস্ত পরিস্থিতিতে বৃদ্ধরা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। যদিও এই সকল পরিস্থিতিতে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই বিপন্ন হয়ে থাকে, তবুও বৃদ্ধরাই এক্ষেত্রে চরম দুর্ভোগে পড়েন। কেননা, তাঁদের সার্বিক সহায়-সম্বলহীনতা ও শারীরিক দুর্বলতা তাঁদের আরও কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। পরিবার

এবং সম্প্রদায়ের সার্বিক ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বয়স্করা সামগ্রিক জনগোষ্ঠী থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের ন্যূনতম আশা-ভরসার স্থানও ভেঙে খান খান হয়ে যায়। নিজেদের অস্তিত্বকেই তাঁরা খুঁজে পান না। পর্যাপ্ত খাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য বস্তুসামগ্রীর অভাবে উদ্ধার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এই পরিস্থিতিতে বৃদ্ধদের স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্ব দেওয়ার সুযোগ পায় না। এক্ষেত্রে অনেকসময় বৃদ্ধদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণও ঘটে এবং ত্রাণকার্যে লিপ্ত বিভিন্ন সংগঠন তাদের উদ্ধারকার্যের অগ্রাধিকারে বৃদ্ধদের গুরুত্ব দেয় না।

আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বৃদ্ধদের চিরাচরিত ও বিশেষ অভিজ্ঞতা পরিস্থিতি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এমনকি জনসাধারণকে বিপদ থেকে উত্তরণের বিকল্প পথ দেখাতে পারে। তাঁরা সমাজে শান্তিস্থাপন ও সম্প্রদায়গত পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করতে পারেন। তাই বলা যায়, বৃদ্ধরা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সাহায্যপ্রার্থী হিসাবে নন, বরং অনেক সময় সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

বৃদ্ধাবস্থা সামাজিক সমস্যায় কেন ও কিভাবে পরিণত হয়েছে, এই সংক্রান্ত আলোচনার পর আমরা পরবর্তী বিভাগে যাব, যেখানে আমরা নির্দিষ্টভাবে ভারতীয় সমাজে বৃদ্ধদের স্থান ও তাঁদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব।

২.৫ বার্ধক্য সমস্যার ভারতীয় চিত্র

আমরা জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে পাথেয় করে ভারতীয় বয়স্কদের সমস্যাগুলি পর্যালোচনার সূত্রপাত করব। ১৯৮১ সালে ভারতীয় মোট জনসংখ্যার ৪.৩ কোটি যেখানে বয়স্ক জনগোষ্ঠী ছিল, সেখানে ১৯৯১ সালে তা ৫.৫ কোটি, ২০০১ সালে ৭.৫ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আগামী পঁচিশ বছরে তা ১২ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। যে কোনো আদর্শ বা মানের বিচারে এরূপ বলা যায় যে, যে কোনো প্রকল্প-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি দুঃস্বপ্ন বয়ে আনতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই বিশাল বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতা প্রদানের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসনে স্থানান্তরিত করতে হলে কি বিশাল মানবসম্পদ এবং অর্থের প্রয়োজন। বৃদ্ধদের নির্ভরতার হার বুঝতে গেলে আমরা দেখতে পাব যে, ষাট-সত্তর বয়সের মানুষেরা পনের-ঊনষাট বছরের উৎপাদনশীল বয়ঃসীমার লোকেদের ওপর নির্ভর করে থাকে নিজেদের সংস্থানের জন্য। অতএব ষাট ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমায় বৃদ্ধ গোষ্ঠীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে নির্ভরতার হার। এইভাবে সমীক্ষা করে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সংখ্যাগতভাবে উৎপাদনশীল বয়ঃসীমা (পনের-ঊনষাট) গোষ্ঠীর প্রতিটি লোকের ওপর ক'জন বৃদ্ধ নির্ভরশীল। ১৯৮১ সালে নির্ভরশীল বৃদ্ধের সংখ্যা ছিল বারো, ১৯৯১ সালে ছিল পনের, যা কিনা আরও পঁচিশ বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। বৃদ্ধদের যে সামাজিক সেবার প্রয়োজন, তা গুণগতভাবে অন্যান্য সেবার থেকে পৃথক। অতএব বৃদ্ধদের শারীরিক যত্ন ও চিকিৎসা এবং তাঁদের আবাসনের ক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত গুরভার হয়ে পড়ে, যখন তাঁদের নির্ভরতা বাড়তে থাকে।

আমরা যদি লিঙ্গ অনুপাতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখব, চিরকালই নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় কম। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত সমান সমান না হলেও চিত্রটি বিপরীত; কারণ, বৃদ্ধদের অনুপাতে বৃদ্ধাদের সংখ্যা বেশি হয়। আবার, পুরুষ এবং নারীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের থেকে বৃদ্ধাদের সংখ্যা বেশি দেখা যায়।

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের সংখ্যা শহরের তুলনায় গ্রামে অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথমতঃ, গ্রামের জন্মহার শহরের তুলনায় বেশি, দ্বিতীয়তঃ গ্রাম থেকে শহরে প্রচরণ এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভারতীয় শহরগুলিতে অতি জনসংখ্যাগত চাপের অন্যতম কারণ হল, গ্রাম থেকে শহরমুখী জনপ্রচরণ। প্রায়শঃ যুবকরা তাদের বৃদ্ধ বাবা-মা-কে

ফেলে শহরমুখী জীবনধারণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু অবসরপ্রাপ্ত বয়স্করা বিশেষ করে নিম্নবিত্তভোগীরা তাদের পুরনো গ্রামীণ জীবনে ফিরে যান। কেননা, শহর বসবাসযোগ্য গৃহের যথেষ্ট অভাব আছে।

বিশেষ করে বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এই সময় তাঁরা দ্রুত বিবাহিত জীবনের সঙ্গীকে হারাতে থাকেন। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধারা এই সময় নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল হন।

বৃদ্ধ বয়সে সংগতি বিধানের অন্যতম হাতিয়ার হল, শিক্ষা। কারণ, তাঁদের এই বয়সে নতুন নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়, যা শিক্ষার ফলে সহজতর হয়। যদিও সাধারণভাবে ভারতীয় শিক্ষার হার আশাব্যঞ্জক নয়। খুব সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে সাধারণ শিক্ষার হার ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। তাই আজকের বৃদ্ধদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই কম শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। বৃদ্ধদের এই ন্যূনতম শিক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে তাঁদের ভূমিকা গ্রহণ এবং তার সঙ্গে সংগতিবিধানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

ভারতে বয়স্কদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবহেলার ফলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এ যেন অবহেলার ফলে বৃদ্ধরা যুবাদের তুলনায় অধিক হারে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন। তাছাড়া, অনেকে কতকগুলি বিশেষ রোগ—যেমন, বাতের ব্যথা, সর্দি কাশি, শ্বাসকষ্টজনিত রোগ এবং রক্তচাপজনিত রোগে ভোগেন। এছাড়া হৃদ্‌সংক্রান্ত রোগ, মূত্রাশয়জনিত রোগের নানাবিধ সমস্যাও এইসময় দেখা দেয়। এমনকি বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগের প্রকোপেও এই সময় থেকে দেখা দিতে থাকে। তবে শ্বাসকষ্টজনিত এবং বাতের সমস্যায় গ্রামের মানুষ অধিক হারে ভোগেন। অন্যদিকে রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ এবং মধুমেহ রোগে শহরের বয়স্করা বেশি সংখ্যায় কষ্ট পান।

সমাজের সঙ্গে বয়স্কদের সংগতি বিধানের ক্ষেত্রে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থান ও তাঁদের কর্মক্ষমতা এবং উপার্জন ক্ষমতা একটা বড় ভূমিকা পালন করে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের ফলে শুধু যে আয় হ্রাস পায় তা নয়, কর্মসূত্রে অর্জিত সামাজিক স্থানেরও বিচ্যুতি ঘটে। বৃদ্ধরা এক্ষেত্রেও মর্যাদা হারানোর যন্ত্রণা, কর্তৃত্ব হারানোর যন্ত্রণা অনুভব করেন। শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের তীব্র গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর্থিক সংগঠনগুলিতে গুণগত পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে বয়স্কদের অর্থনৈতিক ভূমিকাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। প্রাক্-শিল্পায়ন যুগের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে বৃদ্ধদের ওপর আরোপিত বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের নীতি তাঁদের সমস্যাবৃদ্ধির আরেকটি কারণ। এর ফলে তাঁদের অর্থের সূত্র হ্রাস পাচ্ছে। আর একদিকে বৃদ্ধদের কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার হারও কমছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এখনও জায়মান (nascent) পর্যায়ে অবস্থান করছে। তবে ভারতবর্ষ তুলনামূলক ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে জায়মান স্তরে থাকার দরুন আমরা এখনও বৃদ্ধদের কর্মলিপ্ততার হার বেশি দেখতে পাই। কিন্তু ক্রমান্বয়ে শিল্পায়ন ও উন্নয়নের ফলে এই হার কমে যাচ্ছে। শহরাঞ্চলে যেখানে অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলের থেকে সংগঠিত আকারে বিকশিত, সেখানে বৃদ্ধদের কর্মক্ষেত্রে স্থান অত্যন্ত সংকুচিত অত্যন্ত স্বল্প আয়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে আমরা বৃদ্ধদের কিছু কর্মনিয়োগ দেখতে পাই। তাই বৃদ্ধদের জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক অর্থসংকট লেগেই থাকে।

বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিক হচ্ছে, সামাজিক তথা পারিবারিক দিক থেকে অবহেলা। এটি বিশেষতঃ শহরকেন্দ্রিক সমস্যা হিসেবে নির্দেশিত। শহরের পরিবর্তিত জীবনধারা, জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থাদির পরিকাঠামো এবং সামাজিক হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধদের সমস্যাকে আরও তীব্রতর করছে।

পেশাগত বিশেষ ধরন, সামাজিকীকরণের বিশেষ প্রক্রিয়া এবং ব্যস্ত দৈনন্দিন জীবনপঞ্জিতে বয়স্করা বড়ই একাকীত্বের শিকার হচ্ছেন। শহরাঞ্চলে সংকীর্ণ আবাসস্থল, গৃহনির্মাণের ধরন, ফুটপাত পার্কের অভাব, মুক্তাঞ্চলে ভ্রমণের অসুবিধা প্রভৃতি কারণে বৃদ্ধরা তাঁদের অসহায় অবস্থার কথা তুলতে পারেন না।

আবার শহরের অন্যান্য অধিবাসীদের ন্যায় বৃদ্ধরাও সামাজিক উগ্রতা (violence) এবং অপরাধের ভয়ে ভীষণভাবে গুটিয়ে যাচ্ছেন। শারীরিক অক্ষমতা ও নানাবিধ রোগযন্ত্রণার ফলে এই ধরনের মানসিক ভীতি আরও বেশি করে তাঁদের মধ্যে চেপে বসেছে। এই সব কারণে শহরাঞ্চলের বৃদ্ধদের জীবনে মানের অবনমন ঘটেছে এবং তাঁদের ইচ্ছা-বিরোধী নানারূপ আপস করতে হচ্ছে।

এবার আমরা বুঝে নিতে চাইছি, পূর্ব-উল্লিখিত এই জটিল সামাজিক পরিস্থিতিতে কেমন করে বয়স্করা সংগতিবিধান করে চলেছেন।

প্রাচীন সামাজিক পরিস্থিতিতে বার্ধক্যকে কখনোই সামাজিক সমস্যা হিসাবে দেখা হয়নি। কেননা, আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি আজকের মতো তেমন জটিল ছিল না, তেমনি মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে বয়স্কাদের প্রতি পরিবার তথা সমাজের সদস্যদের শ্রদ্ধা, সেবা এবং নৈতিক সহায়তা ছিল পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অনেকখানি পরিবর্তিত রূপলাভ করেছে এবং বয়স্কদের সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংগতি বিধানের মাধ্যমে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে। বৃদ্ধদের যাবতীয় মর্যাদার স্থান ছিল তাঁদের যৌথ পরিবার প্রথায়, সেখানে কয়েকটি প্রজন্ম বয়স্কদের নিয়েই একত্রে বসবাস করত। সেখানে গুরুজনদের প্রতি পারিবারিক অর্থনীতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়ায় বৃদ্ধদের প্রতি সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ত।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি পারিবারিক ভিত্তি থেকে শিল্পভিত্তিক হয়ে উঠলে বৃদ্ধদের মর্যাদাগত স্থানের পরিবর্তন ঘটতে থাকে, পরিবারগুলির সেবা-যত্নেরও পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। উপার্জনকারী সদস্য হিসেবে পারিবারিক উৎপাদন থেকে সরে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন উৎপাদনহীন ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে থাকেন। এই সব ক্ষেত্রে নবীনরা শুধু বৃদ্ধদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের ঘেরাটোপ থেকেই অব্যাহতি লাভ করছে না, উপরন্তু তারা অন্যত্র চলে গিয়ে পৃথক সংসার গড়ে তুলছে।

আর বৃদ্ধরা ক্রমশঃ এই বয়সেও নিজেদের উপার্জিত সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। এইভাবে ভারতবর্ষে যৌথ পরিবারগুলির স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক পরিবার গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলতঃ বৃদ্ধদের সম্পর্কের গণ্ডী সংকুচিত হচ্ছে। এর ফলে বয়স্কদের সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠছে। বিশেষ করে শহরের বিবাহিত সন্তানদের সঙ্গে বয়স্ক পিতামাতার বসবাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের জটিলতা আরও বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন বহু বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁদের সন্তানের ওপরই নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। ফলে নিজেদের অস্তিত্বকে বিকিয়ে নিরাপত্তার আশায় নানাদিক মানিয়ে চলতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, পরিবারে বৃদ্ধদের সেবাযত্নের বিষয়টিকে আর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই সব কারণে বৃদ্ধদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিচ্ছে এবং নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা ভারতীয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখতে পারি।

অতীতের সমাজে বৃদ্ধরা পরিবারের শীর্ষে অবস্থান করতেন। এই সূত্রে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দায়-দায়িত্ব বহনের মধ্য দিয়ে পারিবারিক কর্তৃত্বের একক স্থান দখল করেছিলেন। সার্বিক দায়-দায়িত্ব বহনের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধরা কৃষিভিত্তিক অভিজ্ঞতা যেমন—চাষ করা, বীজ বোনা, ফসল কাটা; চিকিৎসা ক্ষেত্রে—রোগ নির্ণয় ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, কিংবা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করা প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক ও পারিবারিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। খরা, বন্যা, মহামারীর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবে সাধারণ মৃত্যুর হার অধিক ছিল। এর মধ্যে যাঁরা প্রবীণ বয়সে পা রাখতেন, তাঁদের সমাজ ও পরিবার শ্রদ্ধার

দৃষ্টিতে বরণ করে নিত। এছাড়া, সমান্ত প্রভুদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা, জাতিব্যবস্থা পরিচালনায়, যজমানী সম্পর্কিত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এবং সম্প্রদায়গত কর্তৃত্বের মাধ্যমে বৃদ্ধরা সহজেই সমাজের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠেছিলেন।

পারস্পরিক বিনিয়োগ ও নৈতিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন সমাজে বয়স্কদের সেবা-শুশ্রুষার মধ্য দিয়েই তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সহযোগিতার সম্পর্ক অন্যান্য প্রজন্মদের মধ্যে গড়ে উঠত। তাছাড়া, সম্প্রদায়গত বিশেষ বিধিনিষেধও ছিল। বয়স্কদের প্রতি নৈতিক সমর্থন, তাঁদের প্রতি সেবামূলক মানসিকতা গঠন একপ্রকার বাধ্যতামূলক ছিল। তথাকথিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজের একপ্রকার প্রতিবন্ধী সদস্য হিসাবে বৃদ্ধ, নারী এবং শিশুদের ধরে নিয়ে তাদের প্রতি বিশেষ নমনীয়তা প্রদর্শিত হত। তাই এঁদের প্রতি সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, যত্নশীল আচরণ একপ্রকার সামাজিক নৈতিকতার অধীনেই পড়ত। এই নৈতিকতাকে ধারবাহিক করতে গ্রাম পঞ্চায়েত সহ কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা পালন করত। এই নৈতিকতাকে অমান্য করার অর্থ হল পঞ্চায়েত কর্তৃক শাস্তি প্রদান। তবে একথাও ঠিক যে, রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৃদ্ধদের সহায়তাদানের বিষয়টি অত্যন্ত অবহেলিতই ছিল।

কৃষি উন্নয়নকল্পে সবুজ বিপ্লবের গোড়ার দিকে ভারতীয় পরিবারগুলি সংঘবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্বে কৃষিজ উৎপাদনের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে জমিগুলির গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, সেই সঙ্গে পরিবারগুলির অভ্যন্তরে নানাবিধ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তরুণ প্রজন্ম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে দীক্ষালাভ করে। উপভোগবাদ প্রাধান্য পায়। অপরদিকে শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা, প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদ প্রচলিত হলে ভোগবাদ, মুনাফা, অতি-উপার্জন পাশাপাশি দেখা দিতে থাকে। মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণীর সূত্রপাত এই সময়ই ঘটে। এই ধরনের সার্বিক পরিবর্তনের ফলে ভারতবর্ষের চিরাচরিত সংস্কৃতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সমস্যা তীব্রতর হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে বয়স্কদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিগুলি বৃদ্ধদের কর্তৃত্বে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। আধুনিক কৃষিব্যবস্থায় যুবকরাই সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে। কৃষিজ প্রযুক্তি, সমবায় সমিতি, ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠিত হলে যুবক শ্রেণীর সঙ্গে এই সংগঠনগুলি পারস্পরিক সহায়তা অটুট করেছে। অনেক ক্ষেত্রে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বেও পরিবারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শহরের আকর্ষণে গ্রামীণ যুবকরা গ্রাম ছাড়া হলে পরিবারগুলির ভাঙন সুনিশ্চিত হচ্ছে। তাই প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উপভোগবাদের প্রাধান্য যতই ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, পরিবারগুলি ততই বিভাজনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার এর দ্বারা নবীন-প্রবীণদের দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভূমিহীন পরিবারগুলিতে সম্পদের অভাবে বৃদ্ধদের দুর্দশা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল পরিবারের বন্ধন অটুট রাখতে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁরা নানা ধরনের কায়িক শ্রমের সঙ্গে নিজেদের নিযুক্ত রেখে ক্রমশঃ শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে (কেন্দ্র এবং রাজ্য) বয়স্কদের সহায়তাদানের নামে যে প্রকল্পগুলি গড়ে উঠেছে তার যথার্থতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গ্রামীণ পরিবেশে চিরাচরিত সম্প্রদায়গত দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙে পড়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এরই হাত ধরে বয়স্কদের নৈতিক কর্তৃত্বও উপেক্ষিত হতে শুরু করেছে। অতীতের গ্রাম পর্ষদ ও জাতি পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পাওয়ায় তারা আর সমাজের তথাকথিত প্রতিবন্ধী সদস্য হিসাবে বৃদ্ধদের প্রতি তেমন নৈতিক সহানুভূতি প্রদর্শন করে না। সেই সঙ্গে গ্রামীণ যৌথ চেতনাও ভেঙে পড়েছে।

যেহেতু সবুজ বিপ্লবের প্রভাবে বৃহত্তর গ্রাম সমাজের জীবনধারাগত অগ্রগতি বিশেষ ঘটেনি, তাই গ্রামীণ যুবকরা যেমন শহরের জীবনধারার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে, তেমনি গ্রামীণ পরিবারগুলির বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হতে শুরু করেছে। নগরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এগুলি বাস্তবে বয়স্কদের জৈব-মানসিক প্রেক্ষাপটে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রভাবে ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এর ফলে বয়স্কদের অবস্থানে কতখানি অবনতি হয়েছে, এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শহরে একক পরিবার দ্রুত বিকশিত হয়েছে। আর যে ক'টি যৌথ পরিবার শহরে বসবাস করে, তার অধিকাংশই ব্যবসায়ী পরিবার। এগুলিও সাম্প্রতিক কালে আবার ভাঙতে শুরু করেছে। এছাড়া বেড়েছে পরিবেশ সমস্যা, আবাসন সমস্যা ইত্যাদি, যা বৃদ্ধদের অবস্থানগত অবমূল্যায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বয়স্কদের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। পশ্চিমী উন্নত রাষ্ট্রগুলি এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেও ভারতবর্ষের মতো একটি উন্নয়নশীল বহুল জনসংখ্যার দেশে তা এখনও যথাযথ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতীয় সংবিধানের ৪১নং ধারায় সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধদের সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিছু রাজ্য বয়স্ক ভাতা দিতে শুরু করেছে, তবু দেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সার্বিক চাহিদার তুলনায় তা নগণ্যই বলা যায়। বিশেষ করে বয়স্কদের ন্যায় উৎপাদনহীন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়টি নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তাই সমস্যা জর্জরিত ভারতবর্ষে বৃদ্ধরাও সমস্যার একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছেন।

২.৬ বার্ধক্য সমস্যার প্রতিকার

উপরোক্ত অংশের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে একথা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তাঁদের প্রতি সেবা-যত্নের অভাবের ফলে বৃদ্ধদের নানাবিধ কষ্ট বাড়ছে। তাই বৃহত্তর সমাজকেই বৃদ্ধদের সার্বিক সহায়তাদানে এগিয়ে আসতে হবে।

বৃদ্ধদের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পশ্চিমী দেশে বৃদ্ধদের যথাযথ পরিমাণে সাহায্য দানের ব্যবস্থার দায়ভার রাষ্ট্রের ওপর থাকে। দেশের সঞ্চিত অর্থ বয়স্কদের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কাজে লাগে। অতএব এ সকল দেশে বয়স্কদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাঁরা বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন না।

১৯৯৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বয়স্কদের জন্য জাতীয় কর্মসূচী (policy) চালু করে। ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় পরিষদ (National Council for Senior Citizens) গঠন করে। মূলতঃ তিনটি উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে এগুলি চালু করা হয়। প্রথমতঃ বৃদ্ধ পিতা-মাতা যাঁরা নিজেদের ভরণপোষণে অক্ষম, তাঁদের প্রতি তাঁদের সন্তানদের কর্তব্য আবশ্যিক করা। এই উদ্দেশ্যের ভিত্তি হচ্ছে, রাষ্ট্রের দিক থেকে পরিবারের চিরাচরিত সহায়ক ভূমিকার দায়বদ্ধতা রক্ষার ক্ষেত্রটি বজায় রাখা। কিন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টা আজও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কেননা, সেবা-যত্নে অনিচ্ছুক সন্তানদের আইনের মাধ্যমে তা পেতে বৃদ্ধ বাবা-মা রাজী নন। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল প্রতিষ্ঠান এই ধরনের বৃদ্ধদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে তাদের জন্য কিছু সরকারি অনুদান সুনিশ্চিত করা এবং বৃদ্ধ ভাতা ও অন্যান্য সহায়তাদানের ব্যবস্থা করা। তৃতীয়তঃ, অবসর প্রাপ্তিকালে বৃদ্ধদের প্রাপ্য পেনসন, গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদি দেয় ভাতাগুলি যেন তাঁদের নিয়োগ কর্তা প্রদান করেন, তা সুনিশ্চিত করা।

যদিও পরিবারতন্ত্রের পরিবর্তনের ফলে মানুষের মূল্যবোধের পতন ঘটছে, তবুও পরিবারই বৃদ্ধদের আশ্রয়দান ও সেবাদানের একটি মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। তাই এই পরিস্থিতিতে পরিবার তথা সমাজকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যগুলিকে যথাযথ রূপ দিতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দায়িত্ব বহন করতে হবে, মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তবে এই কল্যাণধর্মী ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে নানাবিধ সমস্যা আছে। সমাজতান্ত্রিক এবং মানবিক দিকগুলিকে বাদ দিলেও স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, আশ্রয় এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয় বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নত রাষ্ট্রগুলি সঞ্চিত মূলধন ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সহায়তায় এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালনে নিয়োজিত আছে। কেবলমাত্র বৃদ্ধদের সামান্য ভাতা দিয়ে যে এদেশের ক্রমবর্ধিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ দায়-দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়, তা সকলেরই জানা। নির্দেশমূলক নীতিতে ঘোষিত বয়স্কদের সুযোগ-সুবিধাগুলির সঠিক বাস্তবায়নের সম্ভাবনাও জেগে ওঠেনি। ভারতের সীমাবদ্ধ অর্থনীতিই এর অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র অন্ততঃ সহায়-সম্বলহীন বৃদ্ধদের পাশে দাঁড়াবে এরূপ আশা করা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যের যে দৃষ্টিবঙ্গি আমাদের সমাজে প্রচলিত, তাকে ভুলে গেলে চলবে না। তাছাড়া, পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণ থেকে বৃদ্ধদের প্রয়োজন বা চাহিদাগুলির পরিবর্তিত ধারণাগুলিকেও মাথায় রাখতে হবে। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলি, পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান, গ্রাম পরিষদ প্রভৃতি সমাজকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্রিয় করে তুলে কল্যাণমূলক কর্মসূচীতে নিযুক্ত করতে হবে, প্রয়োজনে সেই সেবাসূচীকে বাধ্যতামূলকও করে তুলতে হবে। অর্থাৎ বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর সমস্যার গভীরতা এবং বিস্তৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে কল্যাণমূলক কর্মসূচীর বিকেন্দ্রীকরণ ও সহায়তাদানের রসদের যোগানকে ধারবাহিক করাই এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের মতো শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠীদের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির উদাসীনতা এবং সহানুভূতি-বর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি আমরা আশ্চর্যভাবে প্রত্যক্ষ করে থাকি। যেখানে পশ্চিমী দেশের রাজনৈতিক দলগুলি বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সক্রিয় ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে দেখে থাকে, সেখানে আমাদের দেশে তাদের অবহেলা করা হয়। এই কারণে সমাজের তৃণমূল স্তরে বৃদ্ধদের সমস্যা ও তাঁদের কার্যকরী ভূমিকাগুলি সম্পর্কে কোনরকম সচেতনতা বা সংগঠনমূলক ক্রিয়াকলাপ দেখতে পাই না। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সহায়তায় যতদিন যুব সম্প্রদায় পিছিয়ে থাকবে, ততদিন এটি সমস্যা আকারেই আমাদের সমাজে অবস্থান করবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গগুলির দক্ষতা ও দায়িত্ববোধের অভাবে আমরা বৃদ্ধদের পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে নানাপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হই। আমলাতান্ত্রিক লালফিতা, কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারি কর্তাব্যক্তিদের অনীহা ইত্যাদি বৃদ্ধদের সহায়তাদানে বিরুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

তাছাড়া, সরকারি সহায়তায় বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন (NGO) বয়স্কদের জন্য যে সকল সেবামূলক কর্মসূচী নিয়ে থাকে, বিশেষ করে—

(ক) বৃদ্ধদের আবাসস্থল (Old Age Home) গঠনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা দান।

(খ) স্বেচ্ছামূলক পরিষেবা এবং পেশাগত নানাবিধ নানাবিধ চিকিৎসা (occupational therapy)

(গ) প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত পরিষেবা, যেমন—মনোচিকিৎসা, পুনর্বাসন, পুষ্টির যোগান, বিনোদন, পরামর্শ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনমূলক কর্মসূচী।

(ঘ) ডে কেয়ার সেন্টার

এই সকল পরিষেবা সরকারি অর্থানুকূল্যে বেসরকারি সংগঠনের মাধ্যমে চললেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যেমন নগণ্য, আবার এই সকল প্রকল্পে সরকারি অর্থলগ্নির পরিমাণ যেমন সামান্য, তেমনি নিয়মিত অর্থযোগানেরও নানাবিধ সমস্যা থেকে গেছে। তাছাড়া আছে, বেসরকারি সংগঠনগুলির ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি, পর্যাপ্ত পরিষেবা দানের অক্ষমতা, দক্ষ কর্মী নিয়োগের অনীহা। এতগুলি নঞর্থক পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠে বয়স্কদের যথাযথ পরিষেবা দান তখনই সম্ভব, যখন সকলে মিলে বৃদ্ধদের প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে সচেতন হবে। মনে রাখতে হবে, আমরা সকলেই সেই পরিণতির দিকে, সেই বাণপ্রস্থের দিকে সদা ধাবিত হয়ে চলেছি।

২.৭ সারাংশ

সাধারণ অর্থে বৃদ্ধরা আজ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। এর অন্যতম কারণ হল, তাঁদের জীবনের শারীরিক, মানসিক

এবং সমাজতাত্ত্বিক পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অবনতি। তাঁদের জীবনের এই কঠিন পরিস্থিতিতে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম তাঁদের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির সঙ্গে সংগতি বিধানের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধাজনক হয়ে উঠছে, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি করছে।

অতীতের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি বয়স্কদের সন্তোষজনক সংগতিবিধানের পূর্ণ সহায়ক ছিল। বৃদ্ধদের আনুপাতিক সংখ্যাও যেমন যথেষ্ট কম ছিল, তেমনি পরিবারগুলি বয়স্কদের যথাযথ সহায়তা এবং সেবা-যত্ন দানেও সক্ষম ছিল।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিধি-ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তিত রূপ লাভ করায় এগুলির সঙ্গে বৃদ্ধদের সংগতিবিধানে যথেষ্ট জটিলতা দেখা দিচ্ছে। বৃদ্ধদের সংখ্যাধিক্য এবং পরিবারের সংকুচিত ভূমিকার ফলে প্রয়োজন বিকল্প সহায়ক পরিষেবামূলক পরিকাঠামো গঠন, যা কি না তৈরি হয়ে উঠছে না।

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের মতো বিষয়গুলির উন্নয়নকল্পে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয়েছে, সেখানে বৃদ্ধদের সার্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এদেশের বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীও ক্রমবর্ধমান। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক চাহিদা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা এবং সামাজিক চাহিদাগুলিও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবর্তনশীল পরিবারের কাঠামো বৃদ্ধদের যথাযথ সহায়তা দানের যোগ্য ব্যবস্থাপক হিসাবে গড়ে উঠতে পারছে না।

তাই ভারতবর্ষের মতো দেশে বৃদ্ধদের সমস্যাগুলি ক্রমশঃ সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে। এই সমস্যাকে নিবারণ করা সমাজের দায়িত্ব হিসাবে বর্তেছে। কিন্তু এই অবস্থায় সাধারণ (public) সহায়তামূলক ব্যবস্থাদি বিকল্প হিসাবে দ্রুত গড়ে উঠলে এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হত, কিন্তু সে আশা সুদূর-পরাহত।

সার্বিক অর্থে, আমরা আপাতঃ পর্যালোচনার মাধ্যমে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সমস্যার প্রকৃতি, জনসংখ্যাগত ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলী, শারীরিক ও মনোজাগতিক অবস্থা এবং বৃদ্ধদের সামাজিক সংগতিবিধানের ওপর পর্যালোচনা করেছি। এছাড়া, এ সংক্রান্ত ভারতীয় প্রতিচ্ছবি, সহায়তামূলক কর্মসূচী ইত্যাদির ওপর আলোকপাত ও বিচার-বিশ্লেষণ করেছি।

২.৮ প্রশ্নাবলী

(ক) দীর্ঘ প্রশ্ন ঃ-

(১) সমাজে বয়স্ক হবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কি কারণে বার্ধক্য সমস্যায় পরিণত হয়?

(২) বয়স্কদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের কোন বিষয়গুলি আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন?

(৩) 'ঐতিহাসিক দিক থেকে আজকের বৃদ্ধরা এমন কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তনের সম্মুখীন, যা আর কোনো যুগের বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতায় আসেনি'—এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

(৪) ভারতীয় সমাজে বার্ধক্য সমস্যার সামাজিক কাঠামোগত কারণগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(৫) বার্ধক্য সমস্যার প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকারগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(খ) মধ্যম প্রশ্ন ঃ-

(১) ভারতীয় সমাজে, বয়স্কদের জনসংখ্যাগত পরিস্থিতি কি?

(২) বার্ধক্য সমস্যার লিঙ্গগত পার্থক্য বা লিঙ্গগত বৈষম্য নির্দেশ করুন।

(৩) আজকের তুলনায় অতীতে, সমাজের সঙ্গে বয়স্কদের সামঞ্জস্যবিধান বা সংগতিবিধান কি কারণে সম্ভব হত?

(৪) বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষাগত স্তর ও মান কি তাঁদের সমস্যার একটি কারণ?

(৫) সমাজে বয়স্কদের অর্থনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করুন।

(৬) বয়স্কদের মনস্তাত্ত্বিক ও আন্তঃসম্পর্কজনিত ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে?

(৭) বার্ধক্য সমস্যা নিবারণে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করুন।

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ-

(১) বার্ধক্য সমস্যার প্রধান তিনটি বিষয়গত দিক কি?

(২) ভারতীয় জনসংখ্যায় বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি?

(৩) বৃদ্ধদের নির্ভরতার হার (old dependency ratio) কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে?

(৪) শহরাঞ্চলের তুলনায়, গ্রামাঞ্চলে আমরা বয়স্কদের সংখ্যাধিক্য কেন দেখতে পাই?

(৬) বৃদ্ধদের অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে?

(৬) বৃদ্ধদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাগুলির উল্লেখ করুন।

(৭) বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সমস্যার মূল পার্থক্যগুলি কি?

(৮) বৃদ্ধদের সামাজিক সমন্বয়ে প্রধান দুটি প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করুন।

(৯) ভারতীয় বিবাহ রীতি বৃদ্ধদের জন্য কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে?

(১০)ভারতীয় বার্ধক্য সমস্যার প্রতিকারের নীতিগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Binstocks, Robert H. and Linda K. George, (edts.) 1990, *Handbook of Ageing and the Social Sciences,* San Diego: Academic Process Inc.
2. Dandekar, Kumudini, 1996, *The Elderly in India,* New Delhi: Sage.
3. Kimmel, Douglas C. 1980, *Adulthood and Ageing,* New York: John Wiley & Sons.
4. Kohli, A. S. 1996, *Social Situation of The Aged in India,* New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd.
5. Kumar, S. Vinay. 1991, *Family Life and the Socio-economic Problems of the Aged,* New Delhi: Ashish Publishing House.
6. Lamb, Sarah, Sept.-Dec. 1999, *Ageing, Gender and Widowhood: Perspectives from Rural West Bengal,* in Contributions to Indian Sociology.
7. Pati, P. N. and B. Jena (edts.) 1989, *Aged in India: Socio-Demographic Dimensions,* New Delhi: Ashish Publishing House.
8. Randel, Judith. et. al. (edts.) 1999, *The Ageing and Development Report,* London: Earthscan.
9. Soodan, Kripal Singh, 1975, *Ageing in India,* Calcutta : Minerva.